জীবননগরে সম্ভাব্য প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে

নির্বাচনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে জীবননগর পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে। চায়ের দোকান কিংবা হাট বাজারে সব স্থানেই নির্বাচন নিয়ে চলছে আলোচনার ঝড়। আর মাত্র কয়েক মাস পরেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জীবননগর পৌর সভার নির্বাচন আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামীলীগের তিন জন এবং বিএনপির একজন সম্ভব্য মেয়র প্রার্থীরা ভোটারদের বাড়িতে যেয়ে ঘরোয়া পরিবেশের মাধ্যমে নির্বাচনী বিভিন্ন প্রচার প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছেন ।

এখন দেখার পালা কে হচ্ছেন আগামি দিনে জীবননগর পৌর পিতা বর্তমান মেয়র হিসাবে যিনি আছেন তিনি নাকি নতুনদের মধ্যে কেউ ? তবে সাধারন ভোটারদের অভিযোগ ভোট নেওয়ার সময় প্রার্থীরা পৌর সভায় উন্নয়ন মুলক কাজের আশ্বাস দিলেও নির্বাচনের পর আর কেউ সে কথা মনে রাখে না এ জন্য এবার নির্বাচনে ভোট দেওয়ার বিষয়টি সবাই গুরুত্ব সহকারে এবং প্রাথী দেখের্ ভেবে চিন্তে দেওয়ার কথা ভাবছেন।

এদিকে সম্ভব্য প্রার্থীরা বলছেন পৌর নির্বাচনে জয়লাভ করলে পৌর মেয়র নয় পৌরবাসীর সেবক হিসাবে কাজ করবো,অসাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করা হবে,সাধারন মানুষের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়াসহ নানা ধরনের উনয়ন্নমুলক কাজ করার আশ্বাস প্রদান করছেন ।

জীবননগর পৌর সভার নির্বাচনে সম্ভব্য প্রার্থীরা হলেন জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও বর্তমান মেয়র জাহাঙ্গীর আলম,জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি গত বার পৌর নির্বাচনে আওয়ামীলীগের দলীয় প্রতিক নৌকার নির্বাচনে পরাজিত ব্যাক্তি নাসির উদ্দিন,জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক ও ৭নং ওর্য়াডের তিনবার নির্বাচিত সাবেক পৌর কাউন্সিলার রফিকুল ইসলাম এবং জীবননগর পৌর যুব দলের আহবায়ক ও ৮নং ওর্য়াডের দুইবার নির্বাচিত কাউন্সিলার হযরত আলী। জীবননগর পৌরসভাটি ১৯৯৭ সালে ৯টি ওর্য়াড নিয়ে গঠিত হয় ।

জীবননগর পৌর সভার বর্তমান মেয়র জাহাঙ্গীর আলম বলেন, গত নির্বাচনে পৌরবাসী আমাকে ব্যাপক ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে।

এদিকে নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে ভোটারদের কদরটাও বেড়ে চলেছে ।